গবিতে জিবিআইসিএসের উদ্যোগে রান ফর জুলাই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

ছবি: লেন্স এশিয়া

সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (গবি) জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে 'জুলাই এক রক্তের ইতিহাস, তাদের ত্যাগ আমাদের প্রেরণা, যাদের পথেই আমরা এগিয়ে চলি' প্রতিপাদ্যে 'রান ফর জুলাই' শীর্ষক প্রতীকী ম্যারাথন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ৭টায় গণ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক কালচারাল সোসাইটি (জিবিআইসিএস) এ আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে ম্যারাথনের যাত্রা শুরু হয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ২৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। পাশাপাশি শিক্ষক ও কর্মকর্তারাও এই প্রতীকী ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন।

ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্সেস অনুষদের শিক্ষার্থী নীলাদ্র শুভ বলেন, 'জুলাইয়ের শহীদদের স্মরণে 'রান ফর জুলাই' জিবিআইসিএসের চমৎকার আয়োজন। জুলাই কোনো সাধারণ মাস নয়, জুলাই এক রক্তাক্ত ইতিহাস ও চেতনার মাস। জুলাইয়ের রক্তের দাগ আর ক্ষত এখনো শুকায়নি, অথচ আজ রক্ত দেওয়া বিপ্লবীদেরই বলা হয় জুলাই ব্যবসায়ী। প্রশ্ন জাগে, ব্যবসায়ী আমরা নাকি যারা রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতায় বসেছে? জুলাইয়ের আন্দোলনে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবদান অনেক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে জুলাই নিয়ে কোনো কর্মসূচি হয়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক মো. শাহ আলম বলেন, 'অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশে যুবসমাজের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তা নিয়েই আজকের এই রান ফর জুলাই। আমি আশা করি, যুবসমাজের কর্মের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে এটি প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজকেই অবদান রাখতে হবে। ভবিষ্যতেও সুন্দর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।'

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মো. ফুয়াদ হোসেন বলেন, 'রান ফর জুলাই' ম্যারাথনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এটি সব ধরনের অনিয়ম ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ছাত্রসমাজই চব্বিশের জুলাইয়ে দীর্ঘদিনের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং বিজয় এনেছিল। আন্দোলনের দিনগুলোতে শিক্ষকরা সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলেন। বিশেষ করে ১৮ জুলাই যখন ছাত্ররা নবীনগর কুটিরশিল্পের সামনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন শিক্ষকরা সেনা মার্কেটে অবস্থান নিয়ে তাদের নিরাপদে বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের যেকোনো ইতিবাচক ও ভালো উদ্যোগে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।'

অনুষ্ঠানের সভাপতি মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, 'যুগে যুগে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ছাত্রসমাজ। প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজই ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেই জুলাই যোদ্ধা ও শহীদদের স্মরণে আমরা আজ 'রান ফর জুলাই'-এর এই আয়োজন করেছি। অপশক্তি জুলাইকে মুছে দিতে চায়। কিন্তু আমরা জুলাইকে জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শহীদদের স্মরণে কর্মসূচি করে থাকি।'

কর্মসূচি শেষে ম্যারাথনে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের হাতে ফিনিশিং মেডেল তুলে দেওয়া হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ এবং জিবিআইসিএসের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।